

কবিতা ১১

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা সুফিয়া কামাল

৩ কবিতাটির মূলকথা

প্রকৃতির রূপ-সচেতন কবি চারপাশের অরণ্য-নিধন লক্ষ করে ব্যথিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তাঁর কঠে জাগে না। বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক; ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী; মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপ্রভার হাত থেকে।



৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : প্রকৃতির সম্পদ ও ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হব। [চ. বো. '১৫]
- শিখনফল-২ : বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনভূমি গড়ে তুলতে আগ্রহী হব। [কু. বো. '১৭]
- শিখনফল-৩ : মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রকৃতির প্রতি উদার ও যত্নশীল হতে মানুষকে সচেতন করে তুলব। [কু. বো. '১৬]

৫ কবি-পরিচিতি

নাম : সুফিয়া কামাল।

জন্মতারিখ : ২০শে জুন, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : শায়েস্তাবাদ, বরিশাল।

শিক্ষাজীবন : অনানুষ্ঠানিক ও বৃশিক্ষায় শিক্ষিত।

পেশা / কর্মজীবন : কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা। পরবর্তীতে সাহিত্যচর্চা।



সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : সাঁৰোর মায়া, মায়া কাজল, মোর যাদুদের সমাধি পরে, উদাত্ত পৃথিবী, মন ও জীবন, প্রশংসি ও প্রার্থনা। গঞ্জ : কেয়ার কাঁটা। ভ্রমণকাহিনি : সোভিয়েতের দিনগুলি। সৃতিকথা : একাভরের ডাইরি। শিশুতোষ গ্রন্থ : ইতল বিতল, নওল কিশোরের দরবারে।

পুরস্কার ও সম্মাননা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, বুলবুল মলিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার।

মৃত্যু : ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৬ উৎস-পরিচিতি

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

৭ পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিজগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে।

৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

হাহাকার - আর্তনাদের উচ্চ ধ্বনি।

আঘা	- হৃদয়।
তিমির	- অন্ধকার।
প্রভাত	- সকাল।
তান	- সজীবের সুর।

৯ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

বহিজ্ঞালা	কঠ	ক্ষুধার্ত	ভয়ার্ড	দৃষ্টি	প্রাপ্তিহীন	মান	অরণ্য	ক্ষরিষ্ঠে	মেহ
বক্ষ	কঙ্কণ	হন্দ	যুরুরু	খাদ্য	আঘা	প্রেহ	অতন্ত্র	প্রভাত	পল্লব

জটিল ও দুর্ভাগ্যের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

- » মৌসুমি ফুলের গান মোর কঠে জাগে নাকো আর চারদিকে শুনি হাহাকার।
কবি সুফিয়া কামাল সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে গভীরভাবে আহত। বিভিন্ন মৌসুমে গাছে গাছে ফুল ফুটত, ফুলের সুবাসে চারদিক আমোদিত হতো। আর এখন তিনি চারদিকে শূন্য হাহাকার ধ্বনি শুনছেন। এখানে কবি বৃক্ষনিধনে প্রকৃতির মারাত্মক বিপর্যয়কে নির্দেশ করেছেন। ‘মৌসুমি ফুলের গান’ বলতে তিনি ফুলের সুগন্ধ ও সমারোহকে নির্দেশ করেছেন।
- » ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ট দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।
ফুল থেকে ফসল হয়। ফুলের ফসল মানুষকে তৃণ করে। ফুলে ফসল থাকলে মানুষের কঠে আনন্দ সংগীত বয়ে যায়। আজ ফুলের ফসল নেই বলে তাদের মুখ মলিন, চাহনিতে এক ধরনের বিষণ্ণতা ও ডয় ফুটে উঠেছে। তাদের ক্ষুধার্ত চাহনিতেই বৃক্ষহীন মরুময় পরিবেশের চিত্র আভাসিত। ‘ক্ষুধার্ত ভয়ার্ট দৃষ্টি’ এবং ‘প্রাণহীন’ শব্দের মাধ্যমে কবি পরিবেশের আসন্ন ধ্বংসের ইঙ্গিত করেছেন।
- » মাটি অরণ্যের পানে ঢায়
সেখানে ক্ষরিছে মেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
মাটিই পৃথিবীর সব প্রাণীর আশ্রয়। উভিদ মাটি থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় প্রাণরস সংগ্রহ করে। কবি গাছের পাতায় ছায়া ঢাকা মাটির কথা বলছেন। বৃক্ষ না থাকায় মাটি আজ রসহীন, শুক্র। তাই সে অরণ্যের পানে ঢেয়ে আছে। অরণ্য প্রকৃতি বা বৃক্ষলতা আবহাওয়া ও জলবায়ুর তারতম্য রক্ষা করে। প্রয়োজনীয় বৃক্ষপাত ঘটায়। তখন শুক্র মাটি ভিজে রসাল হয়। সেই মাটিতে উভিদ জন্মে, সেই রস শোষণ করে বেড়ে ওঠে। এভাবে মাটি ও উভিদের মধ্যে একটি পারস্পরিক বন্ধনের সম্পর্ক বিরাজ করে। কবি সেই বিষয়টির কথাই ইঙ্গিত করেছেন।
- » জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মের মর্মে ওঠে বাজি

বৃক্ষের বক্ষের বহিজ্বলা

মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!

কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান

জাগাও মুমুর্ষু ধরা-প্রাণ

কবি অরণ্যকন্যা তথা গাছপালাকে জেগে উঠতে বলেছেন। কবি এটাও লক্ষ করেছেন যে শুকনো পাতার শব্দে বৃক্ষ তার অন্তরের কট-যন্ত্রণা তুলে ধরছে। মানুষের লোভী আচরণে বনভূমি ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ফলে গাছপালা তার স্বাভাবিক প্রাণসূর্তি হারিয়ে ধীরে ধীরে নিজীব হয়ে যাচ্ছে। অথচ অরণ্যের গাছপালার সবুজ-সতেজ জাগরণ ছাড়া এ মুমুর্ষু ধরা তার প্রাণ ফিরে পাবে না। পৃথিবী বিশাল এক মরুভূমিতে পরিণত হবে। কবি তাই বৃক্ষের জাগরণ প্রত্যাশা করেছেন পৃথিবীকে প্রাণময় করতে।

- » ফুলের ফসল আনো, যাদ্য আনো ক্ষুধার্তের সাগি
আজ্ঞার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্ত্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

কবি পৃথিবীর ধ্বংসের বিরুদ্ধে। প্রকৃতির ভারসাম্যহীন অবস্থার বিরুদ্ধে। তাই তিনি পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণের সচলতার জন্য অরণ্য কন্যা তথা বৃক্ষকে জেগে উঠতে বলেছেন। বৃক্ষের জেগে ওঠা মানে ফুল-ফসলে ক্ষুধার্তকে বাঁচিয়ে তোলা। যারা খাদ্যের অভাবে, আশ্রয়ের অভাবে, অঞ্জিজনের অভাবে ঝাল্ক, মানমুখো বৃক্ষ তাদের জন্য আজ্ঞার আনন্দ বয়ে আনবে। যারা বৃক্ষছায়াহীন, ফুল-ফুল-ফসলের শোভাহীন নিজীব প্রাণ নিয়ে নির্যাম জেগে আছে, বৃক্ষ তাদের চোখতরা ঘূম নিয়ে আসবে। প্রভাতের আলোর মতো বৃক্ষ তার দানে জগতের সব প্রাণীকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। কবির প্রত্যাশা সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক, ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপন্নতার হাত থেকে।

অনুশীলন

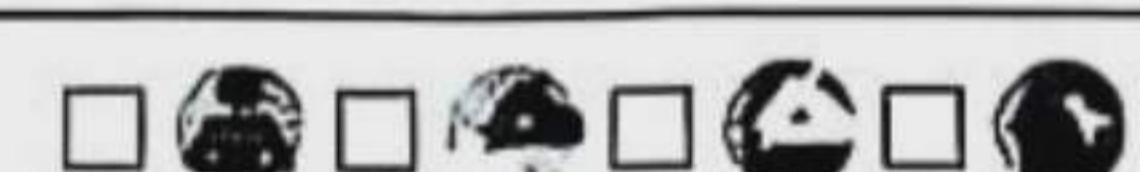
সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর।



অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. মৌসুমি ফুলের গান কার কঠে আর জাগে না?
 সাধারণ মানুষের
 সুফিয়া কামালের
 অরণ্যের

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-125]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : কবি সুফিয়া কামাল ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার প্রথমেই বলেছেন, মৌসুমি ফুলের গান মোর কঠে জাগে নাকো আর। তাই সঠিক উত্তর।

২. কবি কেন ব্যথিত হন?
 ফুল-ফুল না থাকায়
 অরণ্য-নিধন লক্ষ করে

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-126]

৩. কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
 পৃথিবীতে সবুজের বিভাবের জন্য মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
 ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌসুমি ফুল দেখার জন্য

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-126]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : অরণ্য কন্যা তথা বৃক্ষরা জেগে না ওঠলে পৃথিবীতে সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হবে না। তাই কবি অরণ্য কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

৪. উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতিনিয়ত কমছে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল। ফলে বৃক্ষ পাছে বৈশিক উক্ততা— ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মফিজ যা এবং আমিনা বেগম বৃক্ষমেলা থেকে প্রচুর চারা কিনে এনে এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন।

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-126]

► তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্ধীপকে বাড়তি জনসংখ্যার ফলে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল কমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি মূলত 'জাগো তবে অরণ্য কল্যানা' কবিতার নির্বিচারে বৃক্ষ নির্ধন করার দিকটিকে নির্দেশ করে।

৫. এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতায়
যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—
: লাগোও ধাচ বাঁচাও দেশ

- i. লাগাও গাছ, বাচাও দেশ
 - ii. বৃক্ষ মাটির মুক্তিদাতা
 - iii. চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হোক

ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ?

- ୪ କ । ୫ ii ୫ କ ୫ iii ୮ ii ୫ iii ୯ i, ii ୫ iii

।সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণঠ, পৃষ্ঠা-125।

ওঁ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ০১** দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে জবা গাছে। সোহেল তার নতুন ঘর তোলার জন্য আঙিনার অন্যান্য গাছের সাথে জবা গাছও কেটে ফেলে। দোয়েলের চোখে-মুখে বাসা হারানোর বেদন। দোয়েল আর গান গায় না। ফুলের সাথে খেলা করে না। অন্যদিকে নিলয় তার বাড়ির আঙিনার খালি জায়গায় ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগায়। গাছগুলোকে সে নিজের মতো ভালোবাসে। তার বাগান দেখে সকলের চোখ ভুড়ায়। পাখিরা তার বাগানে চলে আসে। তারা গাছে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে খাদ্য জোগাড় করে, ফুলের সাথে খেলা করে, গান গায়। দিনের শেষে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে ঘুমায়। নিলয়কে দেখে অনেকেই গাছ লাগাতে উদ্বৃন্দ্ব হয়।

- | | |
|--|---|
| ক. গাছের নতুন পাতাকে কী বলে? | ১ |
| খ. 'বৃক্ষের বক্ষের বহিভূলা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? | ২ |
| গ. দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার
কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. 'উদীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার
প্রতিফলন ঘটেছে।'— বক্তব্যটির যথার্থতা দেখাও। | ৪ |

୧୯୯ ପରିଶ୍ରମ ଉତ୍ସର୍ଗ

► ଶିଖନକଣ୍ଡ 1

- ক** • গাছের নতুন পাতাকে পঞ্চব বলে।

খ • 'বৃক্ষের বক্ষের বহিজ্বালা' বলতে বৃক্ষনিধনে বৃক্ষের বুকে সৃষ্টি হওয়া যন্ত্রণার আগুনকে বোঝানো হয়েছে।

• 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি চারদিকে বৃক্ষনিধনে শূন্যতার হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। মানুষ তার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত বৃক্ষনিধন করে চলছে। কলে বন উজাড় হচ্ছে। চারদিকে বৃক্ষতা, শূন্যতা বিরাজ করছে। তাই বৃক্ষের বুকে যন্ত্রণার আগুন ভুলছে। প্রশ়ংস্ত চরণটির মাধ্যমে বৃক্ষের এই যন্ত্রণাকেই বোঝানো হয়েছে।

গ • দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

• বৃক্ষ মানুষ ও পরিবেশের জন্য অতি উপকারী একটি উপাদান। মানুষ তার কুদ্র স্বার্থে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন করছে। এতে মানুষ ও প্রকৃতির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

• উদ্বীপকের দোয়েলের চোখে-মুখে বাসা হারানোর বেদনা। দোয়েল আর গান গায় না। এ দোয়েল যেন কবি সুফিয়া কামালের মানসিকতার বৈশিষ্ট্যই ধারণ করেছে। কারণ কবি চারপাশের অরণ্য

নিধন লক্ষ করে ব্যথিত। মৌসুমি ফুলের গান আৱ তাৰ কঠে জাগে
না। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো
তবে অৱণ্য কন্যারা' কবিতার কবিৰ সেই মানসিকতাই ফুটে উঠেছে।

ঘ • উদ্বীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার
প্রতিফলন ঘটেছে।— বক্তব্যটি যথার্থ।

- ବୃକ୍ଷ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ରନ୍ଧାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରାଖେ । ବୃକ୍ଷ ଆଛେ ବଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ବୁକେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ଯ ରନ୍ଧା ପାଞ୍ଚେ ।

- ০ উদ্বীপকের নিলয়া বাড়ির আঙ্গিনার খালি জায়গায় কল ও অন্যান্য গাছ রোপণ করে। গাছগুলোকে সে ভালোবাসে, যত্ন লেয়। পাখিরা নিলয়ের বাগানে চলে আসে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। নিলয়ের বাগান দেখে অনেকে গাছ লাগাতে উদ্বৃন্দ্ব হয়। আলোচ্য কবিতার কবিও চান পৃথিবীর বুকে গাছপালা ধ্বংস না হয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মাক। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি হোক, পৃথিবী ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক।

- পরিবেশের ভারসাম্য তথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঙ্গুণ রাখতে বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষনির্ধন না করে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বৃক্ষকে ভালোবাসতে হবে, ধ্বংস করা যাবে না। কবি আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, যা উদ্দীপকে নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাই বলা যায় যে, প্রশ়্নাঙ্ক বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ সিডরের খবর শুনে মিথিয়ার উষণ মন খারাপ।
প্রাকৃতিক দুর্ঘটে মানুষ ঘর-বাড়ি হারা, খাবার নেই। কী উষণ
বিপন্ন মানুষ। অথচ এর জন্য মানুষই অনেকটা দায়ী। মানুষ গাছ
কেটে বন উজাড় করছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাঢ়ছে। এসব দেখে
মিথিয়া অনুভব করে একটা কিছু করবে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে
বাড়ির খালি আঙিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন
করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিরুদ্ধে সে
প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে ভাবে এই সুন্দর বনই অনেক বেশি
ক্ষতির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। মিথিয়া স্বপ্ন দেখে ফুলে-
ফলে ভরা সতেজ-সবুজ প্রকৃতির।

- ক. কবি সুফিয়া কামাল এখন আর কৌসের গান শুনতে পান না? ১

ঝ. 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ট দৃষ্টি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. মিথিয়ার ঘন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঞ. 'মিথিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কন্যা।'— উক্তিটির যথার্থতা

১নং প্রশ্নের উত্তর

► ଶିଖନ୍ତମାଳ ୩

- ক** • কবি সুফিয়া কামাল এখন আর ফুল-ফসলের গান শুনতে পান না ।

ঙ • 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ট দৃষ্টি' বলতে কবি ভীতসজ্জন অবস্থাকে বুঝিয়েছেন ।

• মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে, বৃক্ষনির্ধনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে রূচি আচরণ করছে । প্রকৃতিও এ কারণে মানুষের সঙ্গে বিরূপ আচরণ শুরু করছে । প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্ভার কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে । বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ ভীত । 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ট দৃষ্টি' বলতে কবি সেই ভীতসজ্জন অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন ।

- গ** ০ যিথিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য
কন্যারা' কবিতার কবির মন খারাপের দিকটির মিল খুজে পাওয়া যায় ।
০ গাহপালার মেহচ্ছায়ায় সমস্ত প্রাণিজগৎ জীবনধারণ করতে পারছে ।
তা না হলে এ পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হতো । মরুভূমির দহন
জ্বালায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত ।

• উদ্দীপকে সিডরে আঘাত হানা জনপদের জন্য মিথিয়ার মন খারাপ হয়। প্রাকৃতিক এ দুর্ঘটনার কারণে মানুষ বাস্তুহারা, অমহীন। অথচ এর জন্য মানুষই দয়ী। মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করে প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মিথিয়ার মতো কবির মন এই কারণেই খারাপ। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি বলেছেন, যে বৃক্ষ মানুষের অশেষ মঙ্গল সাধন করে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচায় সেই বৃক্ষকেই মানুষ নির্বিচারে ধ্বংস করছে। তাই কবির মন ভীষণ খারাপ। এ কারণেই তিনি মৌসুমি ফুলের গান রচনা করেন না। উদ্দীপকের মিথিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির এ মন খারাপের দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. • মিথিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কন্যা— উন্নিটি যথার্থ।

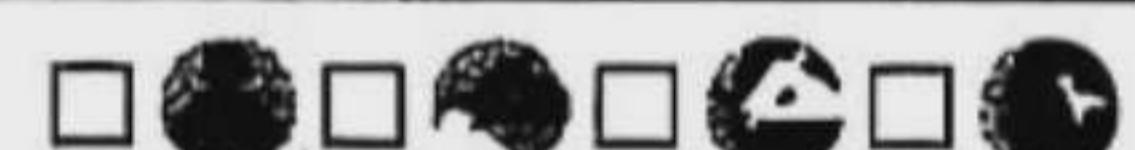
• বৃক্ষ এই পৃথিবীর জন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়। তাই প্রকৃতিকে আবার শ্যামল সরুজে ফুলে-ফলে ভরিয়ে তোলার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সবাইকে গাছ লাগাতে হবে।

• উদ্দীপকের মিথিয়া সিডর-পরবর্তী সময়ে গাছপালার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির খালি আঙিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিবুল্মে সে প্রতিরোধও গড়ে তোলে। মিথিয়া যেন আলোচ্য কবিতার কবির সেই অরণ্য-কন্যাদেরই নামান্তর। কারণ কবি অরণ্য-কন্যাদের মিথিয়ার মতো জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

• প্রকৃতির বৃপ্তিসচেতন কবি সুফিয়া কামাল চারপাশের অরণ্য নিধন লক্ষ করে ব্যাখ্যিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তার কঠে জাগে না; বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক। ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী। উদ্দীপকের মিথিয়া বৃক্ষরোপণ করে ও সচেতনতা গড়ে তুলে কবির সে প্রত্যাশাই পূরণ করেছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের মিথিয়া কবির সেই অরণ্য-কন্যাদেরই নামান্তর।

► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ► পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 125

১. 'খাদ্য আনো কুধার্তের লাগি।'— কে, কীভাবে খাদ্য নিয়ে আসবে? [চ. বো. '১৭]
 - (ক) পাখি মুখে করে খাদ্য নিয়ে আসবে
 - (গ) বৃক্ষ ফুল ও ফসলের মাধ্যমে খাদ্য নিয়ে আসবে
 - (ব) মানুষ হাতে করে খাদ্য নিয়ে আসবে
 - (ঢ) পিপীলিকা পিঠে করে খাদ্য নিয়ে আসবে
২. কবি সুফিয়া কামাল মুমুর্ষু ধরা-প্রাপকে জগত করার আহ্বান জানিয়েছেন কাকে? [ব. বো. '১৭]
 - (ক) মৌসুমি ফুলকে
 - (গ) অরণ্য কন্যাকে
 - (ব) লেলিহান শিখাকে
 - (ঢ) নিবিড় ছায়াকে
৩. কোনটি হওয়ায় কবির কঠে মৌসুমি ফুলের পান আর জাগে না? [য. বো. '১৬]
 - (ক) অরণ্য ধ্বংস
 - (গ) পৃথিবী বিষাক্ত
 - (ব) ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
 - শ্যামলিয়া ও পরশে কর গো শ্রীমত;
 - উন্ধৃতাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কবিতা কোনটি? [কু. বো. '১৬]
 - (ক) দেশ
 - (গ) দুই বিঘা জমি
 - (ব) আবার আসিব ফিরে
 - (ঢ) জাগো তবে অরণ্য কন্যারা
৪. "আজ আর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সবুজ-শ্যামলিয়া চোখে পড়ে না। কৃষক বৃক্ষের জন্য হ্য হৃতাশ করে।" উদ্দীপকের পরিস্থিতি থেকে মুক্তির ইঙ্গিত রয়েছে কোন কবিতায়? [দি. বো. '১৬]
 - (ক) দেশ
 - (গ) জাগো তবে অরণ্য কন্যারা
 - (ব) আবার আসিব ফিরে
 - (ঢ) নদীর স্বপ্ন
৫. 'আপনার পত্রপুঞ্জপুটে, অন্ত ঘোবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা'
- উদ্দীপকের সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রধান বৈসাদৃশ্য হলো—
[রা. বো. '১৫]
 - (ক) বৃক্ষের জ্বালা
 - (গ) বৃক্ষনির্ধন
 - (ব) বৃক্ষের যত্নহীনতা
 - (ঢ) বৃক্ষের ক্ষত
৭. কবির কঠে আর কী জাগে না?
কোন মৌসুমি ফুলের গান
অসীম সাহসের প্রশংসি
[ক] মৌসুমি ফুলের গান
[গ] অসীম সাহসের প্রশংসি
৮. চারদিকে শুধু কী শোনা যায়?
ক কানা
গ হাসি
ব শব্দ
ঢ হাহাকার
৯. ফুলের কী নেই?
ক সৌন্দর্য
গ গন্ধ
ব ফসল
ঢ মালিক
১০. মুখ কেমন?
ক প্রাণহীন
গ সুখী
ব সুখীন
ঢ আনন্দিত
১১. অরণ্যের দিকে চেয়ে ধাকে কে?
ক মানুষ
গ মাটি
ব ফুল
ঢ কবি
১২. বৃক্ষের কোথায় বহিজ্বলা?
ক মাধায়
গ দেহে
ব বুকে
ঢ জীবনে
১৩. "ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো কুধার্তের লাগি।"— এ আহ্বান কার?
ক সব মানুষের
গ সুফিয়া কামালের
ব অরণ্য-প্রকৃতির
ঢ সাধারণ-মানুষের
১৪. কোথায় আনন্দ আনতে হবে?
ক গাছে
গ ইচ্ছায়
ব আস্ত্রে
ঢ জীবনে
১৫. আম্বার আনন্দ কার জন্য আনতে হবে?
ক কবির
গ পৃথিবী
ব বৃক্ষের
ঢ যারা জেগে রয়েছে
১৬. ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কঠে আর—
ক প্রাণ গ গান গ দৃশ্য গ হতাশা
১৭. মাটি কার পানে ঢার?
ক অরণ্যের
গ বৃক্ষের
ব বাতাসের
ঢ মানুষের
১৮. মাটি অরণ্যের পানে কী ঢার?
ক খাদ্য
গ শান্তি
ব আলো
ঢ পঞ্চবের ছায়া
১৯. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কী প্রকাশ পেয়েছে?
ক ঘদেশপ্রেম গ প্রকৃতিপ্রেম
ব রোমান্টিকতা গ প্রতিবাদ



শব্দার্থ ও টিকা ॥ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 126

 পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 126

২৫. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা যে
উচ্চ আদর্শে উজ্জীবিত হবে—
ক) সৈর্বামুক্ত জীবনযাপন করবে ৬) সমাজবন্ধভাবে নিবৃত্ত হবে
গ) প্রকৃতিজগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে
ঘ) অপরের সম্পদ হরণে নিবৃত্ত হবে

২৬. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কী
ধরনের সচেতনতা তৈরি হবে?
ক) প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষার সচেতনতা
খ) প্রকৃতিকে উপভোগ করার সচেতনতা
গ) প্রকৃতির পরিণতি বিষয়ে সচেতনতা
ঘ) প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সচেতনতা

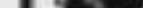
ଶ୍ରୀ ପାଠ-ପରିଚିତି ▶ ପାଠ୍ୟବକ୍ଷ: ପୃଷ୍ଠା 126

২৭. চারপাশের সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে কবিমনের প্রকৃত
স্বরূপ কেমন হয়?
৩) উল্লাসে ভরে ওঠে
৫) সোম্বাসে গেয়ে ওঠে
৬) হাহাকারে পূর্ণ হয়
৮) উন্মাদনা সৃষ্টি হয়

২৮. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যানা' কবিতায় কবি কোনটির পরিচয়
রেখেছেন?
৩) চিকার-চেঁচামেচির
৫) প্রকৃতি সচেতনতার
৬) কোলাহল ও হই হুঝোড়ের
৮) আবেগের আতিশয়ের

 কবি-পরিচিতি । পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 126

২৯. কবি সুকিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন—
 ৩০. কবি সুকিয়া কামালের জন্মতারিখ কোনটি?
 ৩১. কবি সুকিয়া কামাল কার প্রচেষ্টার লেখাপড়া শিখেছিলেন?
 ৩২. কবি সুকিয়া কামাল বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন কোন কারণে—
 ৩৩. কবি সুকিয়া কামাল কোন প্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
 ৩৪. কবি সুকিয়া কামাল ছেটবেলা ধেকে কী চর্চা শুরু করেন?

 বহুপদী সমাপ্তিসচক ব্যবর্ধনাচনি প্রক্ষে ও উচ্চর

৪৮. মানুষের দৃষ্টি ভয়াঙ্গ হয়েছে যে কারণে—
 i. প্রকৃতিতে ফুল-ফসল কমে যাওয়ায়
 ii. বিদেশি অর্ধসাহায্য বন্ধ হওয়ায়
 iii. সবুজ প্রকৃতি বিলীন হওয়ায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

৪৯. জাপো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবি বৃক্ষ কন্যাদের জেগে
 ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন—
 i. প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে
 ii. প্রকৃতিকে আবার শ্যামল-সবুজ করতে
 iii. প্রকৃতিকে ফলে-ফলে ভরিয়ে তুলতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii ③ iii ④ ii ও iii

৫০. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—
 i. প্রকৃতি জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে
 ii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে
 iii. প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☑ i. i. ii. ☒ i. ii. iii. ☓ ii. iii. ☔ i. ii. iii.
৫১. 'অতন্ত' শব্দের অর্থ হলো—
 i. তন্দুরাইন
 ii. ঘৃমহীন
 iii. ঘৃমকাতুরে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☑ i. i. ii. ☒ i. ii. iii. ☓ ii. iii. ☔ i. ii. iii.
৫২. 'মুমুর্স' মানে হলো—
 i. মৃতপ্রায়
 ii. মরণাপন
 iii. মৃত
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☑ i. ☒ i. ii. ☓ i. iii. ☔ ii. iii.

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

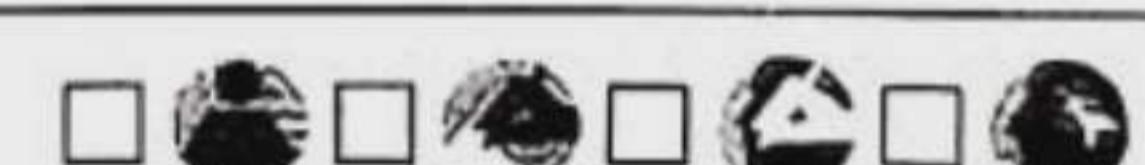
৩. উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
 সুস্থ পরিবেশের জন্য বৃক্ষরোপণ আবশ্যক। প্রতিটি নাগরিকের বছরে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো উচিত। তাহলেই মানবজগতি বাঁচবে। মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠবে। [জ. বো. '১১]
৫৩. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন বিষয়টি অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে?
 ☑ বৃক্ষের বক্ষের বহু জুলা ☒ ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি
 ☐ গৃহের জন্য হাহাকার ☓ বৃক্ষের জন্য প্রত্যাশা

৫৪. উন্ত ফুটে ওঠা দিকটির সাথে সংগতিপূর্ণ চরণ কোনটি?
 ☑ জাগো তবে অরণ্য কন্যারা জাগো আজি
 ☒ মাটি অরণ্যের পানে চায়
 ☓ ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন
 ☔ মৌসুমি ফুলের গান মোর কঠে জাগে নাকো আর
৫৫. উদ্দীপকটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
 কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার পাঁচালী গ্রামের হাবিব মাস্টার একজন বৃক্ষপ্রেমী। স্থানীয় গৌরিপুর সুবল আফতাব উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনি সিনিয়র শিক্ষক। শিক্ষকতার বাইরে সময়টুকু তিনি নানা রকম গাছ লাগানো এবং পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকেন। তার লাগানো গাছের মধ্যে আম, কাঠাল, লিচু, পেয়ারা, জন্দপাই ইত্যাদি ফলদ গাছই বেশি। বৈশাখী, হাজারি, আষাঢ়ী এ রকম প্রায় ৪০টি কঠালের প্রজাতি তার সংগ্রহে আছে। এক সময় এলাকার গরিব মানুষ ফল খেতে পারত না, এখন তারা হাবিব মাস্টারের গাছ থেকে বিনে পয়সায় ইচ্ছেমতো ফল খেতে পারেন। হাবিব মাস্টারের নামটি যে পরিচয়ে এলাকায় ও সচেতন মহলে বিশিষ্টতা পেয়েছে—
 i. বৃক্ষপ্রেমী
 ii. অভিজ্ঞ শিক্ষক
 iii. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যাকারী
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☑ i. i. ii. ☒ i. iii. ☓ ii. iii. ☔ iii.
৫৬. উদ্দীপকের হাবিব স্যারের উদ্যোগটি আর যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ—
 i. উভিদের প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
 ii. গাছের ফল চুরি যাওয়া এবং তা ঠেকানোর ক্ষেত্রে
 iii. পাখির আশ্রয় এবং মানুষের প্রাণধারণের ক্ষেত্রে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ☑ i. i. ii. ☒ i. iii. ☓ ii. iii. ☔ i. ii. iii.

গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ১. কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭

- আবীর লেখাপড়া শেষ করে নার্সারির ব্যবসায় করে। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে মনের আনন্দে সারা গ্রামে রাস্তার পাশে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
- ক. জ্ঞান তাৰ্দ কী? ১
- খ. মাটি অরণ্যের পানে চায় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার অনুপস্থিত দিক ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি কবির প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে কি? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ১

কু. ০ 'জ্ঞান' অর্থ মলিন।

- বু. ০ মাটি নিজের বুকে প্রাপ্তের সংগ্রাহ ঘটানোর জন্য অরণ্যের পানে চায়।
- ০ মাটির বুকেই জন্ম নের বৃক্ষ। মাটির রস শোষণ করে বৃক্ষ বেড়ে উঠে, সবুজে সবুজে ছেঁয়ে যায় সমগ্র এলাকা। মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজায়। আবার বৃক্ষের কারণে বৃষ্টি হয়, মাটিতে প্রাপ্তের সংগ্রাহ ঘটে। কিন্তু বৃক্ষনির্ধনের ফলে বৃষ্টি হয় না। চারদিক শুষ্ক হয়ে উঠে, সেই কস্ট থেকে মাটি অরণ্যের পানে চায়।
- বু. ০ উদ্দীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার চারপাশের সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়ার দিকটি অনুপস্থিত।
- ০ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষনির্ধন না করে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। বৃক্ষ নির্ধনকারীদের বিরুদ্ধে গুরু দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রক্ষায় সবার এগিয়ে আসা উচিত। বৃক্ষের দান গ্রহণ করেই মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

- ০ উদ্দীপকে একজন বৃক্ষপ্রেমিকের সবুজায়নের চেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং পৃথিবীর পরিবেশকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেষ্টার ইতিবাচক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিষয়টি আলোচ্য 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার সবুজ প্রকৃতি ধ্বংসের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সেখানে বৃক্ষনির্ধনের মাধ্যমে পৃথিবীকে মরুময় করে তোলার প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে মানুষের হস্তক্ষেপে কীভাবে বন উজাড় হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ তাদের ব্রার্থে মর্জিং মাফিক গাছ কাটছে, কিন্তু গাছ লাগানোতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের সচেতনতাবোধ নেই। নানাভাবে সবুজ প্রকৃতি বিলীন হতে দেখে কবির মনে তাই হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। কবি বৃক্ষকে অরণ্যের কন্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৩. ০ উদ্দীপকটি কবির প্রত্যাশা পূরণের ইঙ্গিতবহু। এ ধারায় সবার সম্মিলিত উদ্যোগ এবং তা বাস্তবায়ন হলে কবির প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব হবে।
- ০ গাছাপালা তথা সবুজ প্রকৃতির অকৃত্রিম ও নিঃশ্বার্থ দানে সমস্ত প্রাণিঙ্গণে আজ প্রাণিত ও সতেজ হয়ে আছে। বৃক্ষ না ধাকলে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হতো। তখন মরুভূমির দহন জ্বালায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত।

- ০ উদ্দীপকে এক ব্যক্তি জীবনধারণের জন্য নার্সারির ব্যবসায় শুরু করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কীভাবে অবদান রাখছে তা তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের এই ব্যক্তি আলোচ্য 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কর্বির-প্রত্যাশিত ব্যক্তির সার্থক প্রতিনিধি। তাদের মতো শত শত ব্যক্তি যখন বৃক্ষরোপণ, পরিচর্চা করে এবং বৃক্ষনির্ধন না করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর হবে তখন কবির প্রত্যাশা পূরণ হবে।

- 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি চারপাশের বৃক্ষনিধন দেখে ব্যথিত, মর্মাহত। প্রকৃতির সবুজ-শ্যামল ঝুপের বিলীন হওয়ায় কবির কঠে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। উদ্দীপকের বিষয়টি এর বিপরীত। সেখানে বৃক্ষ রোপণ করে সবুজের আচ্ছাদনে সবাইকে আকৃষ্ট করার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ০২ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৫

মৌরি একদিন বাবার কাছে বায়না ধরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাবে। বাবা তাকে নিয়ে গেলে নানা জাতের ফুল-ফলের সমারোহ দেখে সে অভিভূত হয়। দীর্ঘদিন সে যেসব ফুল-ফলের নাম শুনেছে সেগুলো আজ নিজ চোখে দেখে খুবই আনন্দিত হয়। আর তখনি সে সিদ্ধান্ত নেয়— বাড়ির আঙিনায় ছোট একটি বাগান করবে এবং ফুলে-ফলে চারদিক শোভিত করে তুলবে।

- ক. 'ম্লান' শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কেন? ২
 গ. মৌরির অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে মৌরির সিদ্ধান্তের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।— বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক.** ০ ম্লান শব্দের অর্থ হলো মলিন।
খ. ০ বিপন্নতার হাত থেকে মানব অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন।
 • বর্তমানে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন চলছে চারদিকে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে মৌসুমি ফুলের গান আর কবির কঠে জাপে না। কারণ প্রকৃতি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের এই বিপর্যয় মানব অস্তিত্বের জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা পৃথিবীকে এই বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
গ. ০ মৌরির অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রকৃতিপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।
 • প্রকৃতি তার স্বাভাবিক ঝুপেই ঐশ্বর্যময়ী। পত্রে-পুষ্পে আবৃত বৃক্ষরাজি তার আপন ঝুপে, সৌন্দর্যে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাচ্ছে মানবহৃদয়ে। তাই বিশাল প্রকৃতির মাঝে মন হারিয়ে যেতে চায়। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনে জাগায় পুলক।
 • উদ্দীপকে মৌরির অভিব্যক্তিতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে নানা জাতের ফুলের সমারোহ দেখে সে মুগ্ধ হয়। এত দিন ধরে সে যেসব ফুল-ফলের নাম শুনে সেসব আজ নিজের চোখে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়। নিজের বাড়ির আঙিনায় সে বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবির অভিব্যক্তিতেও প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা এবং প্রকৃতিপ্রেমের বিবরটি প্রতিফলিত হয়। কবি প্রকৃতিকে বাঁচাতে তাই অরণ্য-কন্যাদের আহ্বান করেন। তাই বলা যাব যে, মৌরির অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রকৃতিপ্রেমের বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।
ঘ. ০ উদ্দীপকে মৌরির সিদ্ধান্তের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।— বক্তব্যটি যথার্থ।

- বৃক্ষশোভায় শোভিত হয়েছে পৃথিবী, রক্ষিত হয়েছে প্রাণ। কিন্তু মানুষই আজ হয়ে উঠেছে বৃক্ষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ছোট-বড় নানা প্রয়োজনে অবিবেচকের মতো তারা নির্বিচারে ধ্বংস করে চলেছে বৃক্ষসন্দার। বৃক্ষনিধনের এই মানসিকতা বর্জন করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই উচিত বেশ করে গাছ লাগানো।
 • 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি চারপাশের বৃক্ষনিধন দেখে ব্যথিত, মর্মাহত। প্রকৃতির সবুজ-শ্যামল ঝুপের বিলীন হওয়ায় কবির কঠে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। তাই তিনি প্রত্যাশা করেছেন যে, অরণ্য-কন্যারা জেগে উঠবে। তারা আবার সবুজ পত্র-পল্লবে, ফুলে-ফলে ভরিয়ে তুলে

সুসজ্জিত করবে এই ধরণিকে। উদ্দীপকের সৌরির সিদ্ধান্তে বৃক্ষের প্রতি তার ভালোবাসার পরিচয় মেলে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাড়ির আঙিনায় একটি বাগান করে চারদিকে ফুলে-ফলে ভরিয়ে তুলবে।

- প্রকৃতির মূল উপাদান বৃক্ষ যা ছাড়া মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, আমাদের পৃথিবী গরিণত হবে মরুয়া প্রান্তরে। তাই কবি বৃক্ষের সমারোহ প্রত্যাশা করেছেন যা উদ্দীপকের সৌরির সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ কারণেই প্রশ়াস্তি বক্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৩ বরিশাল বোর্ড ২০১৫

রাকা ক্ষুল থেকে ফিরে দেখে আসবাব বানানোর জন্য জামগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে। রাকা অভিমান করে বলল, জামগাছটায় সকালে দৃঢ়ি সুন্দর হলদে পাখি এসে বসে, আমি নির্মল বাতাসে দোলনায় দোল খাই— সেটা তৃষ্ণি কেটে ফেললে বাবা! রাকার অভিমান উপলব্ধি করে বাবা বাড়ির আঙিনায় বেশ ক'টি গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন।

- ক. কবি সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়? ১
 খ. মাটি অরণ্যের পানে চায় কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের রাকার মাঝে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির যে চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের রাকার বাবার উপলব্ধি যেন কবি সুফিয়া কামালের উপলব্ধিকেই অনুসরণ— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক.** ০ কবি সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।
খ. ০ মাটি নিজের বুকে প্রাণের সঞ্চার ঘটানোর জন্য অরণ্যের পানে চায়।
 • মাটির বুকেই জন্ম নেয় বৃক্ষ। মাটির রস শোষণ করে বৃক্ষ বেড়ে ওঠে, সবুজে সবুজে ছেয়ে যায় সমগ্র এলাকা। মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজায়। আবার বৃক্ষের কারণে বৃষ্টি হয়, মাটিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। কিন্তু বৃক্ষনিধনের ফলে বৃষ্টি হয় না। চারদিক শুষ্ক হয়ে ওঠে, সেই ক্ষেত্র থেকে মাটি অরণ্যের পানে চায়।
ঘ. ০ উদ্দীপকের রাকার মাঝে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির বৃক্ষের প্রতি মমতাবোধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।
 • বৃক্ষ এই প্রকৃতির অন্যতম এক উপাদান। বৃক্ষ তার শরীরের প্রতিটি অংশই মানুষের উপকারে কাজে লাগায়। কিন্তু এই বৃক্ষ মানুষই নিধন করে। ফলে এর পরিণামও মানুষকে ভোগ করতে হয়।
 • 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল অরণ্যকন্যা বৃক্ষদের জেগে উঠতে বলেছেন। কারণ বৃক্ষ না থাকার জন্য কবিকঠে আর মৌসুমি ফুলের গান নেই, ফুলের ফসল নেই, চারদিকে শুধু হাহাকার। তিনি ফুলে-ফলে সবুজে শোভিত দেখতে চান পৃথিবী। উদ্দীপকেও এমন অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় রাকার অভিমানে। রাকা জানায় তার বাড়ির যে জামগাছটা কাটা হয়েছে সেখানে দৃঢ়ি সুন্দর হলদে পাখি এসে বসত, সে নির্মল বাতাসে দোল খেত। কিন্তু গাছটি কেটে ফেলার কারণে এসব আনন্দ থেকে বিছিন্ত হবে রাকা। প্রকৃতির প্রতি গভীর মমতাবোধ ও বৃক্ষের গুরুত্ব উপলব্ধির দিক থেকে তাই বলা যাব যে, আলোচ্য কবিতায় কবির চেতনা উদ্দীপকের রাকার মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে।
ঘ. ০ উদ্দীপকের রাকার বাবার উপলব্ধি যেন কবি সুফিয়া কামালের উপলব্ধিকেই অনুসরণ— মন্তব্যটি যথার্থ।
 • একজন সচেতন মানুষ হিসেবে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা প্রত্যেকের কর্তব্য। বৃক্ষ যে শুধু মানুষের দৃশ্যমান বা বস্তুগত উপকার করে তাই নয়, বৃক্ষ মানুষের এমন সব উপকার করে যা সাধারণত চোখে পড়ে না। এসব প্রয়োজন ও প্রকৃতির কথা চিন্তা করে বৃক্ষের গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত।
 • 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন যে, প্রকৃতিতে বৃক্ষ কতটা অনিবার্য। এ কারণেই কবি বৃক্ষকে তার শাখায়





শাখায় লেলিহান শিখার মতো ফুল-ফল মেলে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। শুধু তাই নয়, মুমৰ্ষু ধরা-প্রাণকে জাগিয়ে কৃধার্তের জন্য খাদ্য, আত্মার জন্য আনন্দ, অন্ধকারের জন্য আলো নিয়ে আসার আহ্বান করেছেন। উদ্দীপকে মেঝে রাকার অভিমানের মধ্য দিয়ে রাকার বাবা বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বৃক্ষতে পারেন। পাখিদের নিরাপদ বাসস্থান আর শিশুদের আত্মার আনন্দের জন্য যে বৃক্ষের প্রয়োজন আছে তা তিনি উপলব্ধি করেন।

০ উদ্দীপকে রাকার বাবার উপলব্ধি যেন কবি সুফিয়া কামালের উপলব্ধিকেই অনুসরণ। কেননা সেই উপলব্ধির কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, একটি গাছের পরিবর্তে তিনি বাড়ির আঙিনায় বেশ কঢ়েকটি গাছ লাগাবেন।

প্রশ্ন ৩৪ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লও যত লৌহ, লোট্টু, কাঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও ফিরে তপোবন, পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
গ্লানিহীন অতীতের দিনগুলো।

ক. 'পল্ল' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কবিকর্তে মৌসুমি ফুলের গান জাগে না— কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রতিফলিত দিকটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবনা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কবির অভিমত মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৩

ক. • 'পল্ল' শব্দের অর্থ গাছের নতুন পাতা।

খ. • চারপাশের অরণ্যনধন লক্ষ করে কবি ব্যথিত হন বলে তার কঠে মৌসুমি ফুলের গান জানে না।

চারদিকে গাছপালা কেটে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। গাছে ফুল, ফল নেই। কারো কঠে গান নেই। চারদিকে শূন্য ও হাহাকার। কৃধার্থ, ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান হয়ে আছে। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর কবির কঠে জাগে না।

গ. • উদ্দীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের অবদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষনির্ধন না করে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বৃক্ষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বৃক্ষনির্ধনকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

• উদ্দীপকে নগরসভ্যতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে নগরসভ্যতা নিয়ে সবুজ বৃক্ষের মেহচ্ছায়া, নিঃস্থিতা, মুগ্ধতা ফেরত দিতে বলা হয়েছে। এই প্রত্যাশার মধ্যে মানুষের সুস্থি-সুন্দর জীবনের জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার দিকটি উঠে এসেছে। উদ্দীপকের এই ভাবটির সঙ্গে আলোচ্য 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির প্রত্যাশা সাদৃশ্যপূর্ণ। কবি এখানে বৃক্ষ কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন প্রকৃতিকে আবার শ্যামল-সবুজে, ফুলে-ফলে ভরিয়ে তোলার জন্য। মৌসুমি ফুল বেন ফোটে, প্রকৃতি যেন নতুন প্রাণে সতেজ হয়ে ওঠে। কবিতার কবি বৃক্ষনির্ধন, বনভূমি উজাড়, চারদিকের জীৰ্ণতা দেখে কষ্ট পান। তিনি প্রকৃতিকে যেন তার ছন্দ নিয়ে তার মতোই থাকতে দেওয়া হয়— এ কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় মানবকল্যাণে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের অবদানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. • উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবনা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কবির অভিমত হলো অরণ্য-কন্যাদের জাগানো।

• অরণ্য প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীতে অরণ্য না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ বৃক্ষ আছে বলেই পৃথিবীতে প্রাণী বেঁচে রয়েছে, শ্বাস নিচ্ছে।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে শহরের বৃক্ষ ও কঠিন প্রকৃতির বর্ণনা ফুটে উঠেছে। যে নগর লোহা, কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি। সভ্যতা নামের রাক্ষসী নিষ্ঠুরের মতো সমস্ত অরণ্য গ্রাস করছে। কবি এসবের থেকে উত্তরণ প্রত্যাশা করেন। যার জন্য কবি ফিরে পেতে চান তপোবন। কবি মনে করেন তপোবন ফিরে পেলে তিনি এ সভ্যতার গ্রাস থেকে বাঁচতে পারবেন। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাতেও কবি সুফিয়া কামাল এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সচেতন কবি চারপাশের অরণ্যনির্ধন লক্ষ করে ব্যথিত হন। কবি দেখেন মাটি অরণ্যের পানে চেয়ে রয়েছে। তাই তিনি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানান, যাতে চারদিক পুনরায় ফুলে-ফলে ভরে ওঠে।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে যে ভাবনা ফুটে ওঠে তার থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কবির অভিমত হলো অরণ্য-কন্যাদের জাগানো অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ করা। তারা জেগে উঠলে সব সমস্যার সমাধান হবে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবনা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে কবির অভিমত হলো অরণ্য-কন্যাদের জাগানো।

প্রশ্ন ৩৫ সিলেট বোর্ড ২০১৫

গ্রামে এক সময় বলা যায় কোনো গাছই ছিল না। সারাদিন কাজ শেষে ক্লান্ত গ্রামবাসী বিশ্বামের জন্য কোনো গাছের ছায়া পাচ্ছে না দেখে কিশোর আফাজ উদিন রাস্তার ধারে, বাজারের আশেপাশে, খোলা মাঠসহ আরও অনেক জায়গায় গাছ লাগাতে শুরু করেছিলেন। কিশোর বয়সের সে কাজটি বৃন্দ আফাজ উদিন আজও করে যাচ্ছেন। তার ফলে 'বৃক্ষ গ্রাম' নামে পরিচয় পেয়েছে আফাজ উদিনের নাগরপুর।

ক. মাটি কীসের পানে চায়? ১

খ. মৌসুমি ফুলের গান কবির কঠে আর জাগে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আফাজ উদিনের গ্রামের প্রথম অবস্থা 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন দিক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আফাজ উদিন যেন কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা প্ররূপে তৎপর।— 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৩

ক. • মাটি অরণ্যের পানে চায়।

খ. • মৌসুমি ফুলের গান কবির কঠে আর জাগে না, কারণ চারপাশের অরণ্য নির্ধন লক্ষ করে কবি ব্যথিত।

• চারদিকে প্রতিনিয়ত বৃক্ষনির্ধন চলছে। ফলে ফুলের ফসল নেই, কারও কঠে গানও নেই। কৃধার্থ ভয়ার্ত প্রাণহীন দৃষ্টিতে সব মুখ ম্লান হয়ে আছে। এসব কারণে কবিকঠে মৌসুমি ফুলের গান আর জাগে না।

গ. • উদ্দীপকে বর্ণিত আফাজ উদিনের গ্রামের প্রথম অবস্থা 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মরুময় দিকটি নির্দেশ করে।

• গাছ না থাকলে পৃথিবী মরুময় হয়ে উঠবে। বৃক্ষনির্ধন তাই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা বৃক্ষহীন প্রকৃতিতে যেমন নিরানন্দ পরিবেশ বিরাজ করে, তেমনি মানুষের মধ্যে হাহাকার ও নিঃশ্বাস অবস্থার সৃষ্টি হয়।

• উদ্দীপকে বর্ণিত আফাজ উদিনের গ্রামের প্রথম অবস্থা ছিল মরুময়। সে সময় গ্রামে বলা যায় কোনো গাছই ছিল না। ফলে সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে কেউ কোথাও বিশ্বাম নিতে পারত না। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় এমনই মরুময় অবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কবিতায় দেখানো হয়েছে অনবরত বৃক্ষনির্ধনের ফলে ফুলের ফসল নেই, কারও কঠে গান নেই, সব মুখ ম্লান। কারণ বৃক্ষের বুকে শুরু হয়েছে বহিজ্বালা। এমনই রিঙ্গ, শুক্র, নিঃশ্বাস ও মরুময় চিত্র উদ্দীপকের নাগরপুর গ্রামের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়।

ঘ. • আফাজ উদিন যেন কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা প্ররূপে তৎপর।— মন্তব্যটি সঠিক।

- প্রকৃতিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। কেননা বৃক্ষ তার ফুল, ফল, পাতা, শেকড় প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীকে সজীব রাখে। শুধু তাই নয়, বৃক্ষের কাছ থেকে প্রাণিকুল সরাসরি উপকৃত হয়। বৃক্ষ তাই পৃথিবীর জন্য অন্যতম আশীর্বাদ।
- বৃক্ষহীন প্রকৃতি শুক্র, নিরস ও প্রাণহীন হয়ে ওঠে। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি সুফিয়া কামাল তাই অরণ্যকন্যা বৃক্ষদের জেগে উঠতে আহ্বান করছেন। বৃক্ষ যেন তার শাখায় শাখায় আগুনরঙ ফুল ফুটিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে কবির এই প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশারই বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের আফাজ উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে। তিনি কিশোর বয়স থেকে বৃন্দ বয়স পর্যন্ত গ্রামের রাস্তার ধার, খোলা ঘাট, বাজারের চারপাশসহ বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগিয়েছেন এবং আজও সেই কাজ তিনি নিরলসভাবে করে যাচ্ছেন।
- 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি বৃক্ষকে জেগে উঠে মরুময় ও মুমুক্ষু প্রকৃতিকে সরস ও প্রশান্ত করার প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকে আফাজ উদ্দিন সারা জীবন গাছ লাগিয়ে গ্রামের মানুষের অশেষ উপকার করে সে প্রত্যাশাই পূরণ করেছেন। তাই বলা যায় যে, প্রশ়ান্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, জাহানাবাদ, খুলনা

"বাংলার তরু বাংলার ফল
বাংলার পুষ্প বাংলার কমল
মাঠে ঘাটে পথে তটিনী সৈকতে
যে দেখে সে আপনহারা,
এত সুখ শান্তি এত পরিমল
কোথা পাবে আর বাংলা ছাড়া?
শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখ এই কালেরে,
সবুজ ঘন গাছের পাতা
নাচে নানান তালেরে।"

ক. সুফিয়া কামালের সৃতিকথামূলক গ্রন্থের নাম কী? ১
 খ. 'ছড়াও প্রভাতের আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।' – ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার যে বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকের চিত্র কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছে?— উভয়ের জুকে যুক্তি দাও। ৪

ডনং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক. • কবি সুফিয়া কামালের সৃতিকথামূলক গ্রন্থ হলো 'একাত্তরের ডাইরি'।
- খ. • 'ছড়াও প্রভাতের আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।' লাইনটি দ্বারা কবি অরণ্য-কন্যাদেরকে প্রভাতের আলো তথা ফুল-ফসলের পরিপূর্ণ জোয়ার এনে দিতে বলেছেন।
- সকালের সূর্য যেমন অক্ষপণভাবে পৃথিবীর বুকে রৌদ্র ছড়ায়, কবিও তমনি অরণ্য-কন্যাদেরকে ফুল ফসলের প্রাচুর্যে পৃথিবীকে ভরিয়ে দিতে বলেছেন। কারণ ফুল-ফসলের প্রাচুর্য এলেই পৃথিবী আনন্দমুখৰ হয়ে উঠবে। আর কবির কঠে আবার জেগে উঠবে মৌসুমি ফুলের গান।
- গ. • উদ্দীপকের বক্তব্যে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যা' কবিতার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের দিক থেকে বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে।
- প্রকৃতি বৈচিত্র্যহীন হয়ে গেলে মানুষের প্রাণও নিরস হয়ে পড়ে। মানুষকে প্রতিনিয়ত বাঁচিয়ে রাখে প্রকৃতি। আর তাই প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের।
- উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রকৃতির মাঝে সাগর, নদী ও গাছপালার সৌন্দর্য মিলেমিশে হয়েছে একাকার। উদ্দীপকে প্রকৃতির জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রকৃতির প্রাণহীনতা এবং প্রকৃতির স্বাভাবিকত নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি থেকে সজীবতা মুছে যাওয়া নিয়ে কবি আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কবিতায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের দিক থেকে বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ. • হ্যা, উদ্দীপকের চিত্র কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছে।

• আমাদের চারপাশে যে সমস্ত গাছপালা আছে, আমরা ক্রমেই সেগুলো কেটে ফেলে আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছি। আমাদের উচিত প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল হয়ে আরও বেশি গাছ লাগানো।

• উদ্দীপকে সবুজ শ্যামল বাংলার প্রকৃতির ছবি ভেসে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি বাংলার বৃপ্তবৈচিত্র্য উঠে এসেছে। প্রকৃতির মাঝে গাছপালার ফুটে ওঠা সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রাণহীন প্রকৃতির কথা ফুটে উঠেছে। যে প্রাণহীন প্রকৃতিতে থেকে ক্রমশ মানুষও প্রাণহীন হয়ে উঠেছে। কারও মুখে গান নেই, হাসি নেই; ক্ষুধার্ত ও ভয়ার্ত মানুষ জীবনের মানে খুঁজে পায় না। প্রকৃতির নীরস পরিবেশ মানুষের জীবনকে প্রত্বিত করে ভীষণভাবে।

• উদ্দীপকে যে সুন্দর শ্যামল প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় সেই প্রকৃতিরই অভাবের কথা ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্র কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছে।

প্রশ্ন ০৭ বিষয় : বৃক্ষপ্রেমের নির্দর্শন।

- আমি বললুম, "মালীকে বলতে হবে, এটা উপর্যে ফেলে দেবে।"
 বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, "না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপর্যে ফেলো না।"
 আমি বললুম, "কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।"
 আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাত্হীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "কাকি, তুমি কাকাকে বারণ করে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।"
 [তথ্যসূত্র : বলাই— রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর]
 ক. ধরার প্রাণ কেমন? ১
 খ. কারও কঠে আর গান নেই কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকের শিশুটির সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির কোন দিক দিয়ে মিল দেখা যায়? ৩
 ঘ. "উদ্দীপকটি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১ ও ৩

ক. • ধরার প্রাণ মুমুক্ষু।

খ. • প্রকৃতিতে বৃক্ষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কারও কঠে আর গান নেই।

• প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্য। বৃক্ষের শূন্যতায় পুরো প্রকৃতিই যেন হাহাকার করছে। ফুলের কোনো ছেঁয়া নেই। প্রকৃতি বৃক্ষের অভাবে হারিয়ে ফেলছে তার প্রাণ। চারদিকে বৃক্ষ পরিবেশ, কোথাও সজীবতা নেই। এসব কারণে কারও কঠে গান নেই।

গ. • উদ্দীপকের শিশুটির সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসার দিক দিয়ে মিল দেখা যায়।

• গাছ মানুষের পরম বন্ধু। গাছ থেকে আমরা যেমন অঞ্জিজেন পাই, তেমনি গাছ থেকে আমরা অর্থকরী দিক দিয়েও উপকৃত হই। তাই গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের আরও যত্নশীল হওয়া উচিত।

• উদ্দীপকের শিশুটি বৃক্ষপ্রেমী। সে তার কাকার কাছে গাছ কাটার কথা শুনে চমকে ওঠে এবং গাছ কাটতে নিষেধ করে। কাকা তার কথা না শুনলে সে তার কাকির কাছে গিয়ে অনুরোধ করে যেন গাছটা না কাটা হয়। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রকৃতি ও বৃক্ষের প্রতি কবির ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিশুটির সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসার দিক দিয়ে মিল দেখা যায়।

ঘ. • "উদ্দীপকটি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।"— মন্তব্যটি সার্বিক।

- প্রাকৃতিক উপাদানগুলো একে অপরের পরিপূরক। তাই কোনোটির অভাব দেখা দিলে পুরো প্রকৃতি ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। প্রকৃতি থেকে আমরা গাছ কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছি। তাই আমাদের উচিত প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া।
- উদ্দীপকের শিশুটির আকৃতি ও অনুরোধ থেকে তার প্রকৃতি ও পাছের প্রতি ভালোবাসাও প্রকাশ পেয়েছে। সে তার কাকা ও কাকির কাছে গাছ না কাটার জন্য অনুরোধ করেছে। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় প্রকৃতি ও গাছের প্রতি ভালোবাসার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। বন-জঙ্গল, গাছ ছাড়া মানুষ ভাষাহীন ও অসহায় হয়ে পড়ছে, সেদিকটি প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়। এর মধ্য দিয়েই কবিতায় প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।
- উদ্দীপকে প্রকৃতি ও গাছের প্রতি ভালোবাসা ও সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতি ও গাছের প্রতি সচেতনতার আহ্বান 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাতেও দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

প্রশ্ন ৩৮ বিষয় : বৃক্ষের গুরুত্ব।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানায় রয়েছে শত বছরের পুরাতন কিছু গাছ। গাছগুলো দেখলে একরকমের মাঝে সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পূর্বে বনদস্যুরা এ অঞ্চলের একটি পুরনো গাছ কাটার চেষ্টা করে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষ দৃঢ়ভাবে তার প্রতিরোধ করায় দুর্ব্বলদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাছাড়া গাছগুলোর গায়ে তারা যতদূর সন্দেহ এর ইতিহাস ও প্রজাতিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাদের গৃহীত এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে গাছগুলো সম্পর্কে একদিকে যেমন জানা সন্দেহ হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের সহানুভূতিশীল মনের পরিচয়ও প্রকাশ পাচ্ছে।

- ক. কবির কঠে কোন গান জাগে না? ১
 খ. মৌসুমি ফুলের গান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার বক্তব্যের সম্পর্ক নিরূপণ কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের রায়গঞ্জ থানার অধিবাসীদের মনোভঙ্গি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির মনোভঙ্গির পরিপূরক—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

ক. ০ কবির কঠে মৌসুমি ফুলের গান জাগে না।

ব. ০ মৌসুমি ফুলের গান বলতে প্রতিটি মৌসুমে ফোটা ফুলের প্রশংসা বা স্তুতি করে গাওয়া গানকে বোঝানো হয়েছে।

০ ঝুক্তপরিবর্তনের ফলে প্রতিটি মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফোটে। এই ফুল নিয়ে কবি কবিতা লেখেন, শিল্পী গান করেন। মৌসুমি এসব ফুলের স্তুতি করে গাওয়া গানকে মৌসুমি ফুলের গান বলে বোঝানো হয়েছে।

গ. ০ উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার অরণ্য-কন্যাদের জাগরণের আহ্বানের সম্পর্ক রয়েছে।

০ প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্ভাব কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব বর্তমানে হৃকমির মুখে। মানুষের এই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।

০ উদ্দীপকে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার মানুষের বনদস্যুদের গাছ কাটার অপতৎপরতা বুঝে দিয়ে প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। শতবর্ষী পুরনো গাছ রক্ষার জন্য এবং তার ইতিহাস ও প্রজাতির বিবরণ মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য কাজ করেছেন তারা। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি অরণ্য-কন্যাদের জাগরণের প্রত্যাশা করেছেন এবং দিকে দিকে সবুজ বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টির কথা বলেছেন, যেন মানুষের অস্তিত্ব বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা পায়।

ঘ. ০ উদ্দীপকের রায়গঞ্জ থানার অধিবাসীদের মনোভঙ্গি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির মনোভঙ্গির পরিপূরক—মন্তব্যটি যথার্থ।

০ প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্মম অত্যাচার বর্তমানের সভ্যতাকে দিনে দিনে ধ্বংসের দ্বারথাতে নিয়ে যাচ্ছে। অস্তিত্বের হৃমকির মুখে পড়েছে বিশ্ব। মানুষ বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠেছে। এ থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতি ও অরণ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রতিটি মানুষের দরকার।

০ উদ্দীপকে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার মানুষের মধ্যে বৃক্ষ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি ভীষণ মমতাবোধ ফুটে উঠেছে। বনদস্যুরা একটা পুরনো গাছ কাটার চেষ্টা করলে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে। গাছগুলোর ইতিহাস ও প্রজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার উগ্রোগ গ্রহণ করে তারা। মূলকথা হলো শতবর্ষী গাছ কাটার বিরোধিতার মধ্যে যে কল্যাণ প্রকৃতি ও পরিবেশে নিহিত হয়েছে কবিতার কবি সেই কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

০ 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি অরণ্য-কন্যাদের প্রকৃতি ও পরিবেশে রক্ষার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কবি দিকে দিকে সবুজ বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি ও ফুলে ফুলে পৃথিবী ভরে ওঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই একই ধরনের মনোভাব রায়গঞ্জ থানার অধিবাসীদের মধ্যে ফুটে উঠেছে বলেই তারা শতবর্ষী বৃক্ষ রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তাই বলা যায়, আলোচ্য উক্তি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। আলিফ ৮ম শ্রেণির ছাত্র। প্রতিদিন পাখির কল-কাকলিতে তার ঘূম ভাঙে। আলিফের ভালো লাগে পাখিদের কিচি-মিচির শব্দ। একটা কোম্পানি কারখানা গড়ে তোলার জন্য বড় বড় গাছ কাটতে শুরু করেছে। তা দেখে আলিফের মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। পাখিরা আর এখানে ভাকবে না। এভাবেই হয়তো পৃথিবীর এ সবুজ অরণ্য শেষ হয়ে যাবে।
 ক. মর্মরে মর্মরে কী বেঞ্জে ওঠে? ১
 খ. কবিকঠে মৌসুমি ফুলের গান জাগে না—কেন? ২
 গ. উদ্দীপকটির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
 ঘ. "আলিফের বিষণ্ণতার কারণ আর 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কবির বিষণ্ণতা যেন একই সূত্রে গাঠা"—বিশ্লেষণ কর। ৪

২। অনেক দিন ধরেই বসতবাড়ির পাশে আফজাল হোসেনের দশ শতকের মতো জায়গা পড়ে ছিল। সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হতো। আফজাল হোসেনের ছেলে রাজু ও মেয়ে রীতা একদিন বাবার অনুমতি নিয়ে সে জায়গাটি পরিষ্কার করল। এরপর সেখানে লাগালো সবজি ও ফুলের বাগান। বাগানের ডেতরে দশটি লিচুর চারাও লাগালো তারা। মাস দুয়েক পর দেখল সবজিগুলো খাওয়ার উপযোগী হয়েছে, ফুলগাছগুলোতেও ফুল ফুটেছে। বাতাসে ধূম গাছগুলো দোল খায় তখন তা দেখে রাজু ও রীতার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

- ক. 'একাভরের ডাইরি' কার লেখা? ১
 খ. আত্মার আনন্দ আনন্দে কবি কেন বলেছেন? ২
 গ. 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার বাস্তবতা কীভাবে উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে তা দেখাও। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকের ঘটনাটির চেয়ে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার আবেদন আরও বিস্তৃত।"—প্রমাণ কর। ৪


জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর


প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর


প্রশ্ন ১। মাটি কীসের পানে চায়? [সি. বো. '১৫]
উত্তর : মাটি অরণ্যের পানে চায়।

প্রশ্ন ২। কবি সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়? [ব. বো. '১৫]
উত্তর : কবি সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়।

প্রশ্ন ৩। মর্মরে মর্মরে কী বেজে ওঠে? [দি. বো. '১৫]
উত্তর : মর্মরে মর্মরে বেজে ওঠে 'বৃক্ষের বক্ষের বহিজ্বলা।'

প্রশ্ন ৪। 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি চারদিকে কী শোনেন?
উত্তর : 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় কবি চারদিকে হাহকার শোনেন।

প্রশ্ন ৫। ফুলের কী নেই?
উত্তর : ফুলের ফসল নেই।

প্রশ্ন ৬। প্রাণহীন দৃষ্টি কী রকম?
উত্তর : প্রাণহীন দৃষ্টি ক্ষুধার্ত ডয়ার্ট।

প্রশ্ন ৭। কোথায় মেছ পল্লবের নিবিড় ছায়া ক্ষরিত হচ্ছে?
উত্তর : অরণ্যে মেছ পল্লবের নিবিড় ছায়া ক্ষরিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ৮। কবি কাদেরকে জাগতে বলেছেন?
উত্তর : কবি অরণ্য কন্যাদেরকে জাগতে বলেছেন।

প্রশ্ন ৯। অরণ্য কন্যাদের কীভাবে জাগতে বলা হয়েছে?
উত্তর : লেলিহান শিখা মেলে অরণ্য কন্যাদের জাগতে বলা হয়েছে।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত


প্রশ্ন ১০। মূর্মৰু ধরা-প্রাপ কীভাবে জাগাতে বলা হয়েছে?

উত্তর : কঙ্কণে ছন্দ তান তুলে মূর্মৰু ধরা-প্রাপ জাগাতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। ফুলের জন্য কী আনতে বলা হয়েছে?

উত্তর : ফুলের জন্য ফসল আনতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২। আত্মার জন্য কীসের প্রয়োজন?

উত্তর : আত্মার জন্য আনন্দের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৩। কার জন্য প্রভাত আলো ছড়াতে বলা হয়েছে?

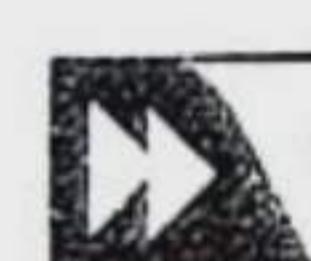
উত্তর : যারা জেগে রয়েছে তাদের জন্য প্রভাত আলো ছড়াতে বলা হয়েছে।


প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর


প্রশ্ন ১। 'ফুলের ফসল নেই।'- কেন? বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : 'ফুলের ফসল নেই।'- লাইনটি দ্বারা গাছের জীবনীশক্তির অনুপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে।

ফুলের ফসলের জন্য গাছের শক্তি প্রয়োজন। সবুজের প্রাচুর্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৃক্ষনির্ধনের ফলে প্রকৃতি সবুজ প্রাচুর্য হারাচ্ছে, গাছ শক্তি হারাচ্ছে। ফলে মাটিও তার ক্ষমতা হারিয়ে রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই ফুলের ফসল হচ্ছে না। আলোচ্য লাইনটি দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।


অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান


কর্ম-অনুশীলন প্রকৃতিকে রক্ষার ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন উক্তি যুক্ত করে পোস্টার তৈরি কর (একক কাজ)। ► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 127

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : প্রকৃতিকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

- তোমার বাংলা শিক্ষকের কাছে পোস্টার তৈরির কৌশল জেনে নাও।
- এরপর প্রকৃতিকে রক্ষার ভাবনা নিয়ে কিছু উক্তি যুক্ত করে পোস্টার তৈরি কর। যেমন :

গাছ লাগান, পরিবেশ
বাচান।

সবাই মিলে করি পথ,
বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ।

যত্যত নোংরা ফেলে পরিবেশের ক্ষতি করবেন না।

কাজের বর্ণনা : নিজেরা চেষ্টা কর।

কর্ম-অনুশীলন বাড়িতে একটি গাছ লাগাও এবং এই ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর। ► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 127

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তাদের সচেতন করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

- প্রত্যেকে বাড়িতে উপযুক্ত জায়গা দেখে একটি গাছ লাগাও।
- সুন্দর করে সেই গাছের ছবি তুলে তোমার শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষে সবাই মিলে তা প্রদর্শন কর।

কাজের বর্ণনা : পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় বাড়ির আঙিনায় গাছ রোপণ করার সময় ছবি তুলে ছবিগুলো সংরক্ষণ কর এবং সেই ছবিগুলো পোস্টার আকারে সাজিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন কর।


সুপার সাজেশন্স

**মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স**

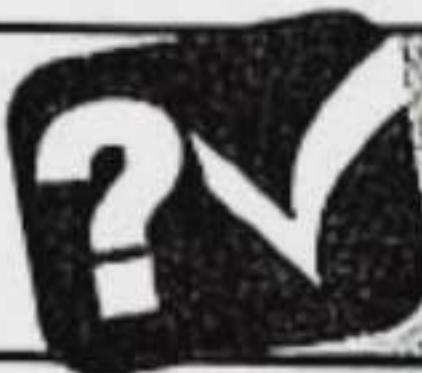
শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রগোত্ত্ব	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রগোত্ত্ব ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৬	৪, ৭, ৮
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫, ৮	১০, ১২, ১৩
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	

এক্সকুলিসিড টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন

ক্লাস টেস্ট



অধ্যায়ের প্রতুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. ফুলের কী নেই?
 (ক) সৌন্দর্য (খ) ফসল (গ) গন্ধ (ঘ) মালিক
২. মুখ কেমন?
 (ক) প্রাণহীন (খ) সুখহীন
 (গ) সুস্থি (ঘ) আনন্দিত
৩. অরণ্যের দিকে চেয়ে থাকে কে?
 (ক) মানুষ (খ) ফুল (গ) মাটি (ঘ) কবি
৪. কোথায় আনন্দ আনতে হবে?
 (ক) গাছে (খ) আজ্ঞায় (গ) ইচ্ছায় (ঘ) জীবনে
৫. মাটি কার পানে চায়?
 (ক) অরণ্যের (খ) বাতাসের
 (গ) বৃক্ষের (ঘ) মানুষের
৬. নিচের কোনটি 'নয়ন' অর্থের দিক থেকে ভিন্নর্থক?
 (ক) চোখ (খ) নেত্র (গ) আঁখি (ঘ) কুন্তল
৭. কবি সুফিয়া কামাল কার প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিলেন?
 (ক) বাবার (খ) ভাইয়ের
 (গ) নিজের (ঘ) স্বামীর

৮. সুফিয়া কামাল কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
 (ক) ঢাকা (খ) কুমিল্লা
 (গ) বরিশাল (ঘ) পাবনা
৯. বৃক্ষের কোথায় বহিজ্বালা?
 (ক) মাথায় (খ) বুকে (গ) দেহে (ঘ) জীবনে
১০. ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কঠে আর—
 (ক) প্রাণ (খ) গান (গ) দুঃখ (ঘ) হতাশা
১১. মাটি অরণ্যের পানে কী চায়?
 (ক) খাদ্য (খ) আলো
 (গ) শান্তি (ঘ) পন্থবের ছায়া
১২. 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'— সুফিয়া কামালের—
 (ক) গল্পগন্ধ (খ) নাটক
 (গ) উপন্যাস (ঘ) কাব্যগন্ধ
১৩. 'অতঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো—
 i. তন্ত্রাহীন
 ii. ঘূমহীন
 iii. ঘূমকাতুরে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

- অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উভর দাও:
- সুস্থি পরিবেশের জন্য বৃক্ষরোপণ আবশ্যিক।
 প্রতিটি নাগরিকের বছরে অন্তত একটি করে গাছ
 লাগানো উচিত। তাহলেই মানবজাতি বাঁচবে।
 মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে উঠবে।
 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন
 বিষয়টি অনুচ্ছেদে ফুটে উঠেছে?
- (ক) বৃক্ষের বক্ষের বহি জ্বালা
 (খ) কৃধৰ্ত ডয়ার্ট দৃষ্টি
 (গ) বৃক্ষের জন্য হাহাকার
 (ঘ) বৃক্ষের জন্য প্রত্যাশা
১৪. উক্ত ফুটে ওঠা দিকটির সাথে সংগতিপূর্ণ
 চরণ কোনটি?
- (ক) জাগো তবে অরণ্য কন্যারা জাগো আজি
 (খ) মাটি অরণ্যের পানে চায়
 (গ) কৃধৰ্ত ডয়ার্ট দৃষ্টি প্রাণহীন
 (ঘ) মৌসুমি ফুলের গান মোর কঠে জাগে
 নাকো আর

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

- ১। আবীর লেখাপড়া শেষ করে নার্সারির ব্যবসায় করে। পরিবারের
 প্রয়োজন যিচিয়ে ঘনের আনন্দে সারা ধারে রাস্তার পাশে ফলদ, বনজ
 ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
 ক. মুন অর্থ কী? ১
 খ. মাটি অরণ্যের পানে চায় কেন? ২
 গ. উদ্বীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার অনুপস্থিত দিক
 ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্বীপকটি কবির প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে কি? তোমার
 যৌক্তিক মতামত দাও। ৪
- ২। দাও কিনে সে অরণ্য, লও এ নগর
 লও যত লৌহ, লোস্ট, কাঠ ও প্রস্তর
 হে নব সভ্যতা হে নিম্নুর সর্বগুণী
 দাও কিনে তপোবন, পুণ্যস্থানী রাশি,
 প্লানহীন অভীতের দিনগুলো।
 ক. 'পন্থ' শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. কবিকঠে মৌসুমি ফুলের গান জাপে না— কেন? ২
 গ. উদ্বীপকে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার প্রতিকলিত দিকটি
 বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. "উদ্বীপকে ফুটে ওঠা ভাবনা থেকে উভরণের উপায় সম্পর্কে কবির
 অভিমত মূল্যায়ন কর। ৪
- ৩। "বাংলার তরু বাংলার কল
 বাংলার পুষ্প বাংলার কমল
 মাঠে ঘাটে পথে তটিনী সৈকতে
 যে দেখে সে আপনহারা,
 এত সুখ শান্তি এত পরিমল

কোথা পাবে আর বাংলা ছাড়া?

শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের
 বৃপ্ত দেখ এই কালেরে,
 সবুজ ঘন গাছের পাতা
 নাচে নানান তালেরে।"

- ক. সুফিয়া কামালের স্মৃতিকথামূলক প্রশ্নের নাম কী? ১
 খ. 'ছড়াও প্রভাতের আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে' — ব্যাখ্যা কর।
 গ. উদ্বীপকের বক্তব্যে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার যে
 বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. তৃষ্ণি কি ঘনে কর, উদ্বীপকের চিত্র কবি সুফিয়া কামালের প্রত্যাশা
 সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করেছে? — উভরের পক্ষে মুক্তি দাও। ৪
- ৪। সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ ধানায় রয়েছে শত বছরের পুরাতন কিছু গাছ।
 গাছগুলো দেখলে একরকমের মায়া সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পূর্বে বনদস্যুরা এ
 অঞ্চলের একটি পুরনো গাছ কাটার চেষ্টা করে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষ
 দৃঢ়ভাবে তার প্রতিরোধ করায় দুর্ব্বলদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাছাড়া
 গাছগুলোর গায়ে তারা যতদূর সভ্য এর ইতিহাস ও প্রজাতিগত বিবরণ
 লিপিবন্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাদের গ্রন্থীত এ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে
 গাছগুলো সম্পর্কে একদিকে ঘেমন জানা সভ্য হচ্ছে, অনাদিকে থক্কির
 প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের সহানুভূতিশীল ঘনের পরিচয়ও থকাশ পাচ্ছে।
 ক. কবির কঠে কোন গান জাগে না? ১
 খ. মৌসুমি ফুলের গান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্বীপকের ঘটনার সঙ্গে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার
 বক্তব্যের সম্পর্ক নিরূপণ কর। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের রায়গঞ্জ ধানার অধিবাসীদের মনোভঙ্গি 'জাগো তবে অরণ্য
 কন্যারা' কবিতার কবির মনোভঙ্গির পরিপূরক— উন্নিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উভরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

- ১ (খ) ২ (ক) ৩ (গ) ৪ (খ) ৫ (ক) ৬ (ঘ) ৭ (গ) ৮ (গ) ৯ (খ) ১০ (খ) ১১ (ঘ) ১২ (ঘ) ১৩ (ঘ) ১৪ (ঘ) ১৫ (ক)

উভরসূত্র ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১ ▶ 364 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ▶ 366 পৃষ্ঠার ৪ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ▶ 367 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ▶ 368 পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উভর